তাবলীগ

সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড

03-March-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাক** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: “مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০ টি ইচ্ছা পূরণ করবে, তার মধ্যে ৩০ টি দুনিয়ার এবং ৭০ টি পরকালের।” **(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, প্রথম অংশ হাদীস ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হলুদ চেহারা সম্পন্ন মুচি

মাকতাবাতুল মদীনার খুবই প্রিয় একটি কিতাব, যাতে বুযুর্গদের অনেক চিত্তকর্ষক ঘটনা রয়েছে, এই কিতাবের নাম হচ্ছে **"উয়ূনুল হিকায়াত"**। এই কিতাবের একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবণ করুন এবং ঈমানকে সতেজ করুন!

হযরত সায়্যিদুনা খুলদ বিন আইয়ূব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বনী ইসরাঈলের এক আবিদ ব্যক্তি কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় ষাট বৎসর যাবৎ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কেউ তাঁকে বলছেন: "অমুক মুচি তোমার চেয়ে অধিক ইবাদতপরায়ণ। সে তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

যখন সে আবিদ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন স্বপ্নটি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর মনে মনে বললেন: "এ তো কেবল স্বপ্নই। এর এত গুরুত্ব কী?" সুতরাং তিনি স্বপ্নটিকে গুরুত্বই দিলেন না। কিছুদিন

পর তাঁকে আবারো স্বপ্নে বলা হলো: "অমুক মুচি তোমার চেয়ে উত্তম।" এবারেও তিনি স্বপ্নটিকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তৃতীয় বার আবারো স্বপ্নে তাঁকে একই কথা বলা হলো। একের পর এক বারবার যখন তাঁকে মুচিটির ফযীলতের (মর্যাদার) কথা ব্যক্ত করা হলো, তখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে মুচিটির নিকট গেলেন। মুচিটি তাঁকে দেখার সাথে সাথেই কাজ বাদ দিয়ে তাঁকে সম্মান করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বড়ই ভক্তি সহকারে তাঁর হাত চুম্বন করলেন। তারপর বললেন: **"হুযুর**! কী ব্যাপার? ইবাদত খানা ছেড়ে আপনি এখানে কেন?" আবিদ ব্যক্তিটি বললেন:"আপনার কারণেই আমি এখানে এলাম। আমাকে বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপনার মর্যাদা আমার চাইতে অধিক। সে জন্যই আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। আমাকে বলুন, কোন আমলটির কারণে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপনার উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে?" মুচিটি নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি নিজের আমলের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন না। তারপর বললেন: "আমার তো তেমন বিশেষ কোন আমল নাই। তবে আমি দিনভর হালাল রিযিক উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকি। হারাম সম্পদ পরিহার করে চলি। আর সারা দিনে **আল্লাহ পাক** আমাকে যেটুকু রিযিক দান করেন, তা থেকে অর্ধেক আমি **তাঁরই** রাস্তায় ব্যয় করি। বাকি অর্ধেক আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করি আর আমি অধিকহারে রোযা রাখি। এগুলো ছাড়া আমার মাঝে এমন কোন বিশেষ আমল নাই যা ফযীলতের দাবী রাখতে পারে।"

এসব শুনার পর আবিদ ব্যক্তিটি মুচির নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিনি পুনরায় ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবারো তাঁকে স্বপ্নে বলা হলো: "ঐ মুচিটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, কিসের

ভয়ে আপনার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে?" অতএব, আবিদ ব্যক্তিটি পুনরায় মুচির নিকট এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার চেহারা হলদে বর্ণ হবার কারণ কী? আমাকে বলুন, আপনি কিসের ভয়ে এরূপ হয়েছেন?" মুচি উত্তর দিলেন: "আমি যখনই কোন মানুষ দেখি তখনই আমার মনে হয় এ ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম। তিনি জান্নাতী আর আমি জাহান্নামের যোগ্য। আমি নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ ও হীন বলে মনে করি। আমি নিজেকে সবার চাইতে গুনাহগার বলে মনে করি। আমি সদা-সর্বদা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকি। কেবল সেই কারণেই আমার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে।" আবিদ ব্যক্তিটি পুনরায় তাঁর ইবাদতখানায় চলে গেলেন।

হযরত সায়্যিদুনা খুলদ বিন আইয়ূব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মুচিটিকে ঐ আবিদ ব্যক্তির উপর এই কারণেই ফযীলত দান করা হয়েছে। কেননা, তিনি অন্যের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ ও হীন মনে করতেন এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে তিনি জান্নাতী বলে মনে করতেন।" **(উয়ূনুল হিকায়াত, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান দুনিয়ার রঙ-তামাশার প্রতি মুখ ফিরিয়ে, গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত ও রিয়াযত এবং তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বন করে, বিনয় প্রদর্শন করে নিজেকে নগন্য এবং অপরকে উত্তম মনে করে, নফল রোযা এবং দান-সদকা করাকে অভ্যাসে পরিণত করে, শুধুমাত্র হালাল রিযিকই উপার্জন করে এবং অধিকহারে ইবাদত করার পরও নিজের আমল প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে, নিজেকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার মনে করে এবং

জাহান্নামের ভয় আর খোদাভীরুতায় কাঁপতে থাকে, তখন **আল্লাহ্ পাক** সন্তুষ্ট হয়ে তার মর্যাদা এতই বাড়িয়ে দেন, **তাঁর** ইবাদত গুজার বান্দাও সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের সমাজে সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড তো শুধু তাদের, যারা সম্পদশালী, প্রভাবশালী, অফিসার, মন্ত্রি, দুনিয়াবী সম্পদ ও পদের অধিকারী, দামী গাড়ির মালিক, দামী মোবাইল, কম্পিউটার বা লেপটপ ব্যবহারকারী, উন্নত পোশাক পরিধানকারী, সুউচ্চ বিল্ডিং, সুন্দর বাংলো বা দামি এলাকায় বসবাসকারী, ফর্সা রঙের মানুষ এবং উচ্চ বংশীয়দেরই সবচেয়ে উচ্চ ও উত্তম মনে করা হয় এবং সকাল সন্ধা তাদেরই গুনগান করতে দেখা যায়, আর **আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত** এর নিকট সেই মুসলমান সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অপরের চেয়ে এগিয়ে যেমনটি পারা ২৬ সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿۱۳﴾

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবকূল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয় **আল্লাহ্**র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় **আল্লাহ্** জানেন, খবর রাখেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বলেন: "সকল

মানুষের মূল হচ্ছে হযরত আদম ও হাওয়া عَلَيۡهِ السَّلَام وَرَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং তাঁদের মূল হচ্ছে মাটি, অতএব তোমাদের সকলের মূল হলো মাটি, অথচ বংশ নিয়ে গর্ব কেন করো। মানুষের বিভিন্ন বংশ ও গোত্র বানানোটা হচ্ছে পরস্পরের পরিচয়ের জন্য, এজন্য নয় যে, দম্ভ ও গর্ব করার জন্য। (এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:) **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফের বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে **তিনি** দেখলেন যে, এক গোলাম এরূপ বলছে, যে আমাকে কিনবে সে যেন আমাকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে বাঁধা না দেয়, তাঁকে এক ব্যক্তি কিনে নিলো, অতঃপর সেই গোলাম অসুস্থ হয়ে গেলে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার সেবা-শুশ্রূষা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে গেলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করলেন, এ কারণে অনেক লোক বিস্ময় প্রকাশ করলো যে, গোলামের উপর এতই দয়া! এপ্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।” (নুরুল ইরফান)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿۱۳﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবকূল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা প্রশাখা ও গোত্র গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** তোমাদের থেকে জাহেলিয়তের অহংকার এবং বংশীয় গর্ব দূর করে দিয়েছেন, এখন হয় মু'মিন নেককার হবে বা পাপী হতভাগ্য হবে।"

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৯৭, হাদীস নং-৩৯৮১)

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন বান্দাদেরকে **আল্লাহ পাকের** সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, এই অবস্থায় যে, সে খতনা বিহীন হবে, অতঃপর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "হে আমার বান্দা! আমি তোমাদের আদেশ করেছিলাম আর তোমরা আমার আদেশকে অমান্য করেছো আর তোমরা নিজেদের বংশকে উচ্চ করেছো এবং এর মাধ্যমে একে অপরের উপর গর্ব করেছো, (সুতরাং) আজকের দিনে আমি তোমাদের বংশসমূহকে নিকৃষ্ট ও অপদস্থ ঘোষণা করলাম, আমিই প্রতিদান দানকারী বিচারক, কোথায় মুত্তাকী লোকেরা? নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** নিকট তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার।"

(তারিখে বাগদাদ, ১১/৩৩৭, নম্বর- ৬১৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাকের** নিকট মুত্তাকীরাই (তাকওয়া সম্পন্ন) ব্যক্তিরাই সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন। সমাজে এদের সল্পতার কারণে যদিও তাঁদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়া হয় না, কিন্তু কিয়ামতের দিন খুবই শান ও শওকত সহকারে আনা হবে, ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৮৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿۸۵﴾

(পারা ১৬, মরিয়ম, আয়াত ৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যে দিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম করুণাময়ের প্রতি মেহমান বানিয়ে নিয়ে যাবো;

দুনিয়ায় এই লোকেরা যদিও সুন্দর বিল্ডিংয়ের পরিবর্তে কাঁচা ঘরে থাকে, কিন্তু জান্নাতে তাঁদের উপহার স্বরূপ আলিশান অট্টালিকা দান করা হবে, যেমনটি ১৪ পারার সূরা নাহলের ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۰﴾

(পারা ১৪, নাহল, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয় পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম। আর নিশ্চয় কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেযগারদের!

سُبْحٰنَ الله দুনিয়ায় যাদের নগন্য মনে করা হয়, ধনীদের ঘর থেকে যাদের বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** নির্দেশাবলী মান্যকারী, নামায আদায়কারী, রোযা পালনকারী, হালাল রিযিক ভক্ষনকারী, **আল্লাহ পাকের** ভয় পোষণকারী, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরণকারী, দৃষ্টি ও অন্তরকে হিফাযতকারী এবং অন্যান্য নেক কাজ সম্পাদনকারী মুত্তাকী লোক আখিরাতে কিরূপ শান ও মহত্বের অধিকারী হবে। মুত্তাকী লোক যেমনিভাবে **আল্লাহ পাকের** প্রিয়, তেমনিভাবে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও প্রিয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তাইয়েবা, তাহেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **"নবী করীম, রউফুর রহীম, মাহবুবে রাব্বে আযীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিষয়ে আশ্চার্য হতেন না এবং না দুনিয়ার কোন বিষয় **তাঁকে** আশ্চার্য করতো, শুধুমাত্র তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যতিত।" **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আয়েশা, ৯/৩৪১, হাদীস নং-২৪৪৫৭)**

এমনিভাবে **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ইলমের (জ্ঞানের) ফযীলত ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে উত্তম এবং তোমাদের দ্বীনের (ধর্মের) উত্তম বিষয় হচ্ছে তাকওয়া।"

(মুজামু আউসাত, ৩/৯২, হাদীস-৩৯৬০)

সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: "আরয করা হলো: ইয়া **রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সম্মানীত কে? ইরশাদ করলেন: সে, যে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী (খোদাভীরু)।" **(বুখারী, ২/৪২১, হাদীস -৩৩৫৩)**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: "তুমি কোন লাল বা কালো থেকে উত্তম নও, কিন্তু এমন যে, তুমি তার চেয়ে তাকওয়ার (দিক থেকে) উচ্চ হয়ে যাও।" **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদ আল আনসার, ৮/৯৩, হাদীস -২১৪৬৪)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কালো বর্ণের মু'মিন হাজারো ফর্সা কাফেরের চেয়ে উত্তম। কালো বর্ণের মুত্তাকী হাজারো ফর্সা গুনাহগারের চেয়ে উত্তম। ফাসিক থেকে মুত্তাকী উত্তম, উদাসীন থেকে সজাগ উত্তম, এই মহান বাণী খুবই ব্যাপক। **(মিরাতুল মানজিহ, ৭/৩২-৩৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দ্বীনে ইসলামে শুধুমাত্র উচ্চ বংশীয় বা সম্পদশালী হওয়া, ফর্সা ও কালো বর্ণের হওয়া ফযীলতের দাবীদার নয় বরং মানুষের উত্তম ও উচ্চ হওয়ার মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারীর মাঝেই। তাকওয়া ও পরহেজগারী হচ্ছে এমনি এক মহান সম্পদ, যেমনিভাবে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন তখন তাকওয়ার জন্যও দোয়া করতেন। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: "اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَسۡئَلُکَ الۡھُدٰی وَالتُّقٰی وَالۡعَفَافَ وَالۡغِنٰی অর্থাৎ হে আমার **পরওয়ারদিগার**! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং সম্পদশীলতার প্রার্থনা করছি।"

(মুসলিম, ১৪৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭২১)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম আকীদা, তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম আমল, পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং সম্পদশীলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরই মুখাপেক্ষী থাকা, এই দোয়ায় দ্বীনের সমস্ত মঙ্গলই প্রার্থনা করা হয়েছে।" **(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৭১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! ধন-সম্পদ বা পদ ও মন্ত্রিত্ব অর্জিত হওয়াতে কোন বিশেষত্ব নেই বরং এসবই পরীক্ষা, এগুলো তো অনেক লোকের নসীব হয়ে যায়, কিন্তু তাকওয়া এমন এক মহান সম্পদ, যা সকলকে দান করা হয় না, তাকওয়া কোন নগন্য বিষয় নয় বরং অনেক বড় এক ভান্ডার।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "তাকওয়া হচ্ছে এক দূলর্ভ ভান্ডার, যদি তুমি এই ভান্ডার পেতে সক্ষম হয়ে যাও, তবে এতে তুমি অনেক মূল্যবান মুক্তো ও জহরত পাবে এবং ইলম ও রূহানী সম্পদের অনেক বড় ভান্ডার

তোমার হাতে আসবে, সম্মানিত রিযিক তোমার আয়ত্বে চলে আসবে, তুমি অনেক বড় সফলতা অর্জন করে নিবে, অনেক বড় অমূল্য সম্পদ পেয়ে যাবে এবং মহান রাজ্যের (অর্থাৎ জান্নাত) মালিক হয়ে যাবে, এভাবে বুঝে নিন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল তাকওয়ার মাঝে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। তুমি একটু কোরআনে করীমের দিকে নজর দাও যে, কোথাও ইরশাদ করেছেন: যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো তবে সকল প্রকার মঙ্গল ও বরকতের মালিক হয়ে যাবে। কোথাও তাকওয়া অবলম্বনের প্রতিদান ও সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে এবং কোথাও ইরশাদ করা হয়েছে যে, সৌভাগ্য লাভের উপায় হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা। ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কোরআনে করীম থেকে তাকওয়া সম্পর্কে বারটি (১২) উপকারীতা বর্ণনা করছি: ১. **আল্লাহ পাক** মুত্তাকী ব্যক্তির প্রশংসা করেন। ২. মুত্তাকী ব্যক্তি শত্রু হতে নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ থাকে। ৩. **আল্লাহ পাক** মুত্তাকী ব্যক্তিকে সমর্থন এবং সাহায্য করে থাকেন। ৪. মুত্তাকী ব্যক্তি আখিরাতের ভয়াবহতা এবং সেখানকার কঠোরতা থেকে মুক্তি পাবেন। ৫. দুনিয়ায় মুত্তাকী ব্যক্তির হালাল রিযিক নসীব হয়। ৬. মুত্তাকী ব্যক্তির আমলের সংশোধন হয়ে যাবে। ৭. তাকওয়ার বরকতে মুত্তাকী ব্যক্তির সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। ৮. মুত্তাকী ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** বন্ধু হয়ে যায়। ৯. তাকওয়ার কারণে মুত্তাকী ব্যক্তির আমল কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। ১০. মুত্তাকী ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হয়ে যায়। ১১. মুত্তাকী ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় **আল্লাহ পাকের** দীদার এবং আখিরাতে মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। ১২. মুত্তাকী ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাঁর চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য নসীব হবে।" **(মিনহাজুল আবেদিন, ১৪৪ - ১৪৮ পৃষ্ঠা)**

মুত্তাকীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন বান্দার অন্তরে তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়ে যায়, যদিও সে কোন কালো রঙের হোক না কেন, তবে তার তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ এমনি প্রভাবময় হয়ে যায় যে, বের হতেই তা বাস্তবে পরিণত হয়, এমনকি তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বনকারী যদি কাঠের মতো নগন্য বস্তুকেও স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আবেদন করেন তবে **আল্লাহ পাক** তাঁর চাওয়াকে ফিরিয়ে দেন না এবং এই কাঠকেও স্বর্ণ বানিয়ে দেন, যেন লোকেরা জেনে নেয় যে, তিনি কোন নগন্য মানুষ নন বরং কোন মহৎ ব্যক্তিত্ব। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

কাঠ কিভাবে স্বর্ণে পরিণত হলো...?

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ বিন রাশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "শাম দেশে (সিরিয়ায়) দু'জন খুবই সুদর্শন ইবাদতগুজার যুবক বাস করতো। ইবাদতের আধিক্য এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে তাঁদের **"সাবিহ ও মালিহ"** নামে ডাকা হতো। তাঁরা নিজেদের একটি ঘটনা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: একবার আমাদেরকে ক্ষুধায় খুব কষ্ট দিয়েছিলো। আমি আমার সাথীকে বললাম: "চলো! অমুক মরুভূমিতে গিয়ে কোন ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের কিছু আহকাম শিখিয়ে আখিরাতের মঙ্গলের কিছু কাজ করি।" সুতরাং আমরা মরুভূমির দিকে যেতে লাগলাম, সেখানে আমরা এক কালো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম যার মাথায় কাঠের বোঝা ছিলো। আমরা তাকে বললাম: "বলো! তোমার রব কে?" একথা শুনে তিনি কাঠের বোঝাটি মাঠিতে ফেললেন এবং এর উপর বসে

বললেন: "আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করো না যে, তোমার রব কে? বরং একথা জিজ্ঞাসা করো যে, ঈমান তোমার অন্তরের কোন অংশে রয়েছে?" সেই গ্রাম্য লোকটির এরূপ রহস্যপূর্ণ কথা শুনে আমরা দুজন আশ্চার্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আবার বললেন: "তোমরা চুপ কেন হয়ে গেছো? আমাকে জিজ্ঞাসা করো, প্রশ্ন করো, নিশ্চয় জ্ঞান পিপাষুরা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকে না।" আমরা তার কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না এবং চুপ রইলাম। যখন সে আমাদেরকে চুপচাপ দেখলেন, তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করলেন: "হে আমার পাক **পরওয়ারদিগার**! তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যখন তারা তোমার নিকট প্রার্থনা করে তবে তুমি তাঁদের অবশ্যই দান করো। হে আমার **মাওলা**! আমার এই কাঠগুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দাও।" তিনি এই কথাটি বলতেই কাঠগুলো চকচকে সোনা হয়ে গেলো। তিনি আবার দোয়া করলেন: হে আমার পাক **পরওয়ারদিগার**! নিশ্চয় তুমি তোমার সেই বান্দাদের বেশি পছন্দ করো, যে প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নয়। হে আমার **মাওলা**! এই স্বর্ণকে আবার কাঠ বানিয়ে দাও।" তাঁর কথা শেষ হতেই সেই স্বর্ণগুলো আবারো কাঠে পরিণত হয়ে গেলো। তিনি কাঠের বোঝাটি নিজের মাথায় উঠালেন এবং একদিকে চলে গেলেন।" **(উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় অংশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে মুত্তাকী ব্যক্তির খুবই গুরুত্ব রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন পদ বা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তার অন্যান্য উত্তম গুণাবলীর পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেজগারীর দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরাও رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن

নিজের মুরিদ ও আপনজনদের মাঝে তাদেরকেই পছন্দ করতেন, যারা পরহেজগারীতে অপরের চেয়ে উত্তম হতো।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **ইহ্ইয়াউল উলুম** ৫ম খন্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: কোন সূফী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন যুবক মুরিদ ছিলো। সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুবকটিকে খুবই সম্মান ও প্রধান্য দিতেন। একবার কোন মুরিদ জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি যুবকটিকে খুবই সম্মান করেন, অথচ বয়োবৃদ্ধ হলাম আমরা?" বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু পাখি আনালেন এবং সে সব মুরিদদের এক একটি পাখি এবং ছুরি দিয়ে বললেন: "তোমরা সবাই পাখিগুলোর এমন জায়গায় জবাই করো, যেখানে কেউ দেখতে না পায়।" যুবক মুরিদটিকেও একটি পাখি দেয়া হলো এবং তাকেও সেই কথা বলা হলো। প্রত্যেকে পাখি জবাই করে নিয়ে এলো কিন্তু যুবকটি জীবিত পাখিটি নিয়ে ফিরে এলো। বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "অন্যদের মতো তুমি পাখিটি জবাই করোনি কেন?" যুবকটি আরয করলো: "আমি এমন কোন জায়গা পাইনি, যেখানে কেউ দেখছে না, কেননা **রব আল্লাহ পাক** তো আমাকে সকল জায়গায় দেখছেন।" এটা দেখে সকল মুরিদ তাঁর মুরাকাবাকে (অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে **আল্লাহ পাকের** দিকে ধ্যান করার আমল) পছন্দ করলো এবং বললো: "তুমি আসলেই সম্মান ও আদবের যোগ্য।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/ ৩২৪)**

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্মানিত আব্বাজানের (হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথে হযরত শাহ আলে রাসুল আহমদ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আলীয়া কাদেরীয়া সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। মুর্শিদে কামিল (মুরিদ বানানোর সাথে সাথে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে) সকল

সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত এবং হাদীসের সনদও দান করলেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৪৯) অথচ হযরত শাহ আলে রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেলাফত ও অনুমতির ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। (মুরিদ হতেই পীর ও মুর্শিদের পক্ষ থেকে এরূপ দাক্ষিণ্য দেখে) খানকার এক ব্যক্তি আর থাকতে পারলো না, আরয করলো: "হুযুর! আপনার খান্দানে তো খেলাফত অনেক রিয়াযত এবং মুজাহাদার পরই দেয়া হয়। তাঁকে সাথে সাথেই খেলাফত দান করে দিলেন।" হযরত শাহ আলে রাসুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের কারণ বর্ণনা করে) সেই ব্যক্তিকে বললেন: "লোকেরা নোংরা অন্তর এবং নোংরা নফস নিয়ে আসে। এগুলো পরিষ্কারে অনেক সময় লেগে যায়, কিন্তু তিনি পবিত্র নফস নিয়ে এসেছিলেন, শুধুমাত্র সম্পর্কের প্রয়োজন ছিলো, তা আমি দান করে দিলাম।" অতঃপর উপস্থিতিদের উদ্দেশ্যে বললেন: "আমার অনেক দিন ধরে একটি চিন্তা কষ্ট দিতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা আজ দূর হয়ে গেলো। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** যখন জিজ্ঞাসা করবে যে, "আলে রাসুল আমার জন্য কি এনেছো?" তখন আমি আমার মুরিদ আহমদ রয়া খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে পেশ করে দেবো।"

(আনওয়ারে রযা, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) (পীর পর এ'তেরায মানা হে, ৪৭ পৃষ্ঠা)

মুত্তাকী লোকের গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মকবুলিয়্যত এবং ফযীলতের সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ডে আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টিতেও তাকওয়া ও পরহেজগারীই ছিলো। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, বয়সে বেশি হওয়া কখনোই ফযীলতের (মর্যাদার) মানদন্ড নয়, সুন্দর ও সুশ্রী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, প্রকাশ্যে পরিষ্কার পরিছন্ন হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়,

উচ্চ শিক্ষিত হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, অনেক ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, বিশাল বাড়ি ও দোকানের মালিক হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, উত্তম বাহন, দামী মোবাইলের অধিকারী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, কথাবার্তায় জয়ী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, দামী পোশাকধারী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ইহইয়াউল উলুমে** বলেন: "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যবর্তী সেই লোক হবে, যে দুনিয়ায় দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত এবং বিষন্ন ছিলো। এরা সেই লোক যারা (সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে) লুকায়িত এবং মুত্তাকী, কেননা যদি উপস্থিত থাকে তবে তাদের চেনা যায় না, অদৃশ্য হলে খুঁজে না, জমিনের কণাও তাঁকে চিনে না এবং আসমানের ফিরিশতা তাঁকে ঘিরে রাখে। লোকেরা দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এরা **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়। লোকেরা নরম ও মোলায়েম বিছানা বিছায় আর এরা কপাল ও হাঁটু বিছায় (অর্থাৎ রাত সিজদায় অতিবাহিত করে)। লোকেরা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সুন্নাত এবং তাঁদের চরিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু এরা এর হেফাজত করে (অর্থাৎ তাঁদের সুন্নাত ও চরিত্রের অনুসরন করে)। যখন তাঁদের মধ্য হতে কেউ ইন্তিকাল করে তবে জমিন কান্না করে এবং যে শহরে তাঁদের মধ্য হতে কেউ থাকে না, সেই শহরে **আল্লাহ পাক** গযব অবতীর্ণ করেন। এরা দুনিয়ার প্রতি তেমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, যেমনভাবে মৃতের উপর কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে বরং এরা তো কম খায় এবং পুরোনো পোশাক পরিধান করে। তাঁদের চুল এলোমেলো এবং

চেহারা ধুলিময় হয়ে থাকে। লোকেরা তাঁদের দেখে অসুস্থ মনে করে অথচ তাঁরা অসুস্থ নয় এবং লোকেরা মনে করে যে, তাঁদের মানষিক রোগ হয়েছে, যার কারণে তাঁদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে অথচ তাঁদের জ্ঞান লোপ পায়নি কিন্তু তাঁরা **আল্লাহ পাকের** ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছে, যার কারণে তাঁদের থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুনিদারদের নিকট এরা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় চলে অথচ তাঁদের জ্ঞান সেই সময়ও নিরাপদ থাকবে, যখন লোকদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁদের জন্য আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা হবে। যখন তোমরা তাঁদের কোন শহরে দেখো, তখন জেনে রেখো যে, তিনি এই শহরের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যে গোত্রে এঁরা থাকে **আল্লাহ পাক** তাদের আযাব দেন না, জমিন তাঁদের প্রতি খুশি এবং আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরা তাঁদের নিজের ভাই বানিয়ে নাও, এটি অতি সন্নিকটে যে, তোমরা তাঁদের ওসীলায় মুক্তি পেয়ে যাবে।” **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৪৬)**

১১ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরহেযগারীতা ও খোদাভীরুতার অভ্যাসী হওয়ার, নেকী করার, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক মুসলমানের সংস্পর্শ লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশ গ্রহণ করুন। দাওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো **“নেক আমল”** রিসালা পূরণ করা। যদি এটা বলা যায় যে, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই রিসালার মধ্যে যে নেক আমল সম্বলিত প্রশ্নোত্তর প্রদান করা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে পরহেযগারীতা ও খোদাভীরুতা লাভের প্রথম সিঁড়ি” তাই এটা অযৌক্তিক

হবে না, এই নেক আমলের উপর আমল করার দ্বারা আপনি নিজের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন অনুভব করবেন, ঐ নেক আমল সমূহের মধ্যে **১১** নং নেক আমল হলো, পথ চলার সময় বা কার (গাড়ী) অথবা বাস ইত্যাদিতে সফর করার সময় নিজেকে অযথা তাকানো থেকে বাঁচিয়ে আপনি কি আজ দৃষ্টিকে নত রেখেছেন? আর বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুদৃষ্টি মানুষকে অসৎ কাজে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে অনেক বড় মাধ্যম হয়ে থাকে, সুতরাং চোখের হিফাযত করা আমাদের উপর আবশ্যক, এই চোখ গুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত, যার দ্বারা আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি কিন্তু যদি তাকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে সে আমল নামাকে কুলষিত করে ছাড়বে, এই জন্য কোরআন হাদীসের মধ্যেও চোখের হিফাযতের ব্যাপারে অনেক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তাই আমাদের উপর আবশ্যক যে, আমরা উল্লেখিত নেক আমলের উপর আমল করব এবং নিজের চোখের হিফাযত করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমরা তাকওয়ার শাব্দিক ও শরয়ী পরিচিতি এবং এর প্রকার সম্পর্কে শ্রবণ করি আর পাশাপাশি এই নিয়্যতও করি যে, এর বরকতে গুনাহ থেকে বেঁচে নিজেকে তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলব اِنْ شَآءَ الله

তাকওয়া কাকে বলে?

তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে "নফসকে ভীতিকর বিষয় থেকে বাঁচানো" এবং শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে "নফসকে সেই সকল কাজ থেকে বাঁচানো, যা করলে বা না করলে মানুষ শাস্তির অধিকারী হয়, যেমন; কুফর ও শিরক, কবীরা গুনাহ, অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, হারাম বস্তুকে পরিহার করা এবং ফরযসমূহ আদায় করা ইত্যাদি, আর এটাও বলা হয় যে, তাকওয়া হলো, তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক তোমাকে যেন সেই কাজে না পায়, যা তিনি নিষেধ করেছেন।"

(তাফসীরে খাযিন, পারা ১, বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২, সংক্ষেপিত)

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "পরহেজগারদের মুত্তাকী এই জন্যই বলা হয় যে, তাঁরা এমন বিষয় থেকেও বেঁচে থাকেন, যা থেকে বাঁচা সাধারণত কষ্টকর।"

(দুররে মনসুর, পারা ১, বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২১)

কোন এক কবি বলেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে, সেই লাভজনক বস্তু অর্জন করে। কবরে মানুষের সাথে শুধুমাত্র তাকওয়া ও উত্তম আমলই যাবে।" **(মিনহাজুল আবেদিন, ১৫০ পৃষ্ঠা)**

আসুন এবার তাকওয়ার প্রকারসমূহ সম্পর্কে শ্রবণ করি:

তাকওয়ার প্রকারভেদ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী অনুযায়ী তাকওয়া সাত (৭) প্রকারের: ১. কুফর থেকে বেঁচে থাকা ২.বদ মাযহাবী থেকে বেঁচে থাকা ৩.কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ৪.সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ৫.সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকা ৬.নফসের চাহিদা সমূহ থেকে বেঁচে থাকা ৭.**আল্লাহ**

পাকের কাছ থেকে পৃথককারী সকল বস্তুর প্রতি মনযোগ দেয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং কোরআনে আযীম এই সাতটি পর্যায়ের লোকেরই নিদের্শনা প্রদানকারী। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১, সূরা বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত কিছু লোকের এরূপ মন্দ স্বভাব থাকে যে, তারা সমাজে উত্তম ধারণা করা এমন লোকদের খুবই গুণগান করে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এবং তাদের ব্যাপক অভ্যর্থনা করতে দেখা যায়, কিন্তু আফসোস! নিম্ম ও নগন্য মনে করা কিন্তু জায়িয পেশার মুসলমানদের কোন খাতির দেখায় না বরং তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং খুবই হাসি-ঠাট্টা করে, এমনিভাবে অনেকে নাজায়িয কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও নিজেকে সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ এবং নিজেকে ছাড়া সমাজের সকলকে বা বিশেষ পেশার মুসলমানদের না শুধু নিকৃষ্ট ও নগন্য মনে করতো বরং সময়ে সময়ে তাদের গোত্র বা পেশার প্রতি সমালোচনা করে তাদের অদ্ভূত উপাধি প্রদান করে এমনকি অনেকে তো তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে যেমন; তাদেরকে নিজেদের কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করে। নিঃসন্দেহে এমনি চিন্তা পোষণকারী লোক অত্যন্ত ভূলের মধ্যে রয়েছে এবং ফযীলতের এই মানদন্ড স্বয়ং নিজেরই বানানো, কেননা ফযীলতের এই মানদন্ড না'তো কোরআনে করীম দ্বারা প্রমানিত এবং না হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বরং কোরআনে করীম ও হাদীসে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা তো শরিয়াতের বিনা প্রয়োজনে মুসলমানের প্রতি হাসি-ঠাট্টা এবং মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকাকে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং পারা ২৬ সূরা হুজরাতের ১১ নম্বর আয়াতে ইরশাদে **রাব্বানী** হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে; এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রুপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ, নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলানো! এবং যারা তাওবা করে না, তবে তারাই যালিম।

এই পবিত্র আয়াতের পাদটিকায় তাফসীরে খাযিনে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত সাবিত বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উঁচু আওয়াজ শুনতেন, যখন তিনি **সরওয়ারে দো'আলম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মজলিশ শরীফে উপস্থিত হতেন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان তাঁকে সামনে বসাতেন এবং তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিতেন যেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটে উপস্থিত থেকেই মুবারক বাণী শুনতে পারেন। একবার তাঁর উপস্থিত হতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো এবং মজলিশ শরীফ পূর্ণ হয়ে গেলো তখনই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন এবং নিয়ম এটাই ছিলো যে, যে ব্যক্তি এমন সময় আসে আর মজলিশে জায়গা না পায় তবে যেখানে আছে সেখানেই দাড়িঁয়ে থাকবে। কিন্তু হযরত সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসলে **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটে বসার জন্য লোকদের সরাতে গিয়ে বলছিলেন

যে, "জায়গা দাও!" এমনকি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এতই নিকটে পৌঁছে গেলেন যে, তাঁর এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই অবশিষ্ট রয়েছে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকেও এরূপ বললেন যে, জায়গা দাও! সেই ব্যক্তি বললেন: আপনি যেখানে জায়গা পেয়েছেন সেখানই বসে যান। হযরত সায়্যিদুনা সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাগ করে তাঁর পেছনেই বসে গেলেন। যখন দিনের আলো ভালভাবে প্রস্ফুটিত হলো তখন হযরত সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর শরীরে চাপ দিয়ে বললো: কে? সেই ব্যক্তি বললো: আমি অমুক ব্যক্তি। হযরত সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর মায়ের নাম নিয়ে বললেন: অমুকের ছেলে। এতে সেই ব্যক্তি লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলেন কেননা সেই যুগে এমন বাক্য অপমানিত করার জন্য বলা হতো, এ কারণে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।"

(তাফসীরে খাযিন, পারা ২৬, সূরা হুজরাত, ১১ নং আয়াতের তাফসীর, ৪/১৬৯)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: **আল্লাহ পাকের** এই আদেশের উদ্দেশ্য হলো যে, কাউকে ছোট মনে করো না, হতে পারে সে **আল্লাহ পাকের** নিকট তোমার চেয়ে উত্তম, উচ্চ এবং অধিক নৈকট্যশীল।

(আয় যাওয়াজির, বাবুস সানি ফি কাবাইরিয যা'হিরা, ২/১১)

শায়খুল মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই যুগে যে এক অশ্লিল এবং জঘন্য অপরাধমুলক প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছে যে, "শায়খ" ও "পাঠান" দাবীকারীদের এই রীতি চলে আসলো যে, ধনুকর (তুলা পেষণকারী), তাঁতি, কসাই, নাপিত বলে মুখলিস ও মত্তাকী মুসলমানদের ঠাট্টা করতো বরং এই সম্প্রদায়ের আলিমদের শুধুমাত্র বংশীয় কারণে নগন্য মনে করা হতো বরং নিজেদের

বৈঠকে তাদেরকে ঠাট্টা করে হাসা হাসি করা হতো। যারা অনেক বছর ধরে এই সম্প্রদায়ের আলিমদের শাগরেদী অবলম্বন করে স্বয়ং আলিম ও তরিকতের শায়খ হয়ে গেছে কিন্তু শুধুমাত্র বংশীয় কারণে নিজের ওস্তাদদের নগন্য ও নিকৃষ্ট মনে করে তাদের সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করে এবং নিজের জাত বংশ নিয়ে গর্ব করে অপরকে অপমান ও অপদস্থ করতে থাকে। **আল্লাহ্** জানেন যে, কোরআনে মজীদের আলোকে এমন লোক কত বড় অপরাধী? (তিনি আরো বলেন:) দেখুন যে, কোরআনে মজীদে এই আহকাম ও সতর্কবাণী বর্ণনা করা হয়েছে: (১) কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি ঠাট্টা করবে না। হতে পারে যে, যাকে ঠাট্টা করা হয়েছে সে ঠাট্টাকারীর চেয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম। (২) মুসলমানদের জন্য জায়িয নয় যে, একে অপরের নিন্দা করে। (৩) মুসলমানের জন্য হারাম হলো যে, একে অপরের মন্দ নাম রাখে। (৪) যারা এমন করে তারা মুসলমান হয়েও "ফাসিক"। (৫) এবং যারা এই আচরণের জন্য তাওবা করে না তারা "যালিম"।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যদি কোন গুনাহগার মুসলমান নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে তবে তাওবা করার পর তাকে এই গুনাহের কথা বলে অপমান করাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। এমনিভাবে কোন মুসলমানকে কুকুর, গাধা, শুয়োর বলাও নিষেধ বা কোন মুসলমানকে এমন নাম বা উপাধি দ্বারা স্মরণ করা, যাতে তার মন্দ স্বভাব প্রকাশ পায় বা তার খারাপ লাগে, এসকল ধরনই সেই নিষেধাজ্ঞার মাঝে পড়ে।" **(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ৯৫০ পৃষ্ঠা, পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১১)** এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যদি আমি কাউকে নগন্য মনে করে তাকে উপহাস করি তবে আমার ভয়

হয় যে, **আল্লাহ পাক** না আমাকে কুকুর বানিয়ে দেন।" (তাফসীরে সা'বি, পারা ২৬, হুজরাত, ১১, ৫/১৯৯৪)(আজাইবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! নিজেকে নিজে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করা, মুত্তাকী মুসলমানদেরকে শরিয়তের বিনা অনুমতিতে নগন্য ও নিকৃষ্ট মনে করা বা যেকোন ভাবে তাকে উপহাস করা কতই যে ধ্বংসময় কাজ, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় তবে তার উচিৎ যে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিজেকে বিনয় নম্রতার অনুসারী করা, কাউকে উত্তম ও অধম ঘোষণা করা অধিকার **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপরই ন্যস্ত, আজ পর্যন্ত যত মুসলমানকে নগন্য মনে করে তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়ার গুনাহ নিজের মাথায় বহন করছি যদি সম্ভব হয় তবে তাদের খুঁজে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করে নিন, পাশাপাশি **আল্লাহ পাকের** দরবারেও তাওবা ও ইস্তিগফার করে এই আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়াও করতে থাকুন, সাবধান! সাবধান! যদি কোন মুত্তাকী মুসলমানকে অস্বাভাবিক কাজ করতে দেখেন তবে কখনোই অন্তরে কুধারনা করবেন না কেননা এভাবে কোন প্রকার উপকারীতা পাওয়া দূর, অধিকাংশ সময় লজ্জায় পড়তে হয়।

আসুন! এ প্রসঙ্গে দু'টি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

সেও কি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরূপ বিনম্র ছিলেন যে, সকলকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। এর মূল কারণ এটা হলো যে, এক দিন দজলা নদীতে কোন হাবশীকে মহিলার সাথে

এমনভাবে মদ্যপান রত অবস্থায় দেখলেন যে, মদের বোতল তার সামনে ছিলো। সেই সময় তাঁর মনে এলো যে, এও কি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে? কেননা সে তো মদ্যপায়ী। এমনি সময় একটি নৌকা সামনে আসলো যাতে সাতজন আরোহী ছিলো এবং তারা ডুবে গেলো, এটা দেখে সেই হাবশী পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো এবং এক এক করে ছয়জনকে পানি থেকে বের করে আনলো। অতঃপর সে তাঁকে আরয করলো: আপনি শুধুমাত্র একজনের প্রাণ বাচাঁলেন। আমি তো পরীক্ষা করছিলাম যে, আপনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্তর চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়েছে নাকী না! এবং এই মহিলা যে আমার পাশে আছে, তিনি আমার মা আর এই বোতলে রয়েছে সাধারণ পানি। এই কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বিশ্বাসে যে, তিনি তো কোন অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি! তার কদমে লুটিয়ে পড়লেন এবং হাবশীকে বললো যে, যেভাবে আপনি ছয় জনের প্রাণ বাঁচালেন তেমনিভাবে অহঙ্কার থেকেও আমাকে বাঁচান। তিনি দোয়া করলেন যে, **আল্লাহ পাক** আপনাকে নুরানী অর্ন্তদৃষ্টি দান করুক, অহঙ্কার ও দম্ভ দূর করুন। সুতরাং এমনি হলো যে, এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেকে কখনো উত্তম মনে করেননি।"

(তাযকিরায়ে আউলিয়া, যিকরে হাসান বসরী, ৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সকল নেককার বান্দার সম্মান করা উচিৎ, কে জানে যে, কে গোপন ওলী। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানের রাসুলের সাথে সফররত ছিলাম। আমাদের বগিতে একটি হালকা-পাতলা দাঁড়ি গোঁফহীন ও অনাকর্ষণীয় ছেলে সাধারণ পোশাক পরিহিতাবস্থায় সবার থেকে আলাদা বিভোর অবস্থায় বসা ছিল।

কোন এক ষ্টেশনে ট্রেন থামল। শুধুমাত্র দুই মিনিটের বিরতি ছিল। ঐ ছেলেটি প্লাটফর্মে নেমে একটি বেঞ্চে বসে পড়ল। আমরা সবাই আসরের নামাযের জামাআত শুরু করলাম। সবেমাত্র শুধু এক রাকাত হয়েছে, ঐদিকে হরণ বেঁজে উঠল, লোকেরা শোরগোল শুরু করে দিল, গাড়ী চলে যাচ্ছে। সবাই নামায ভেঙ্গে ট্রেনের দিকে লাফ দিলে ঐ ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল আর সে আমাকে ইশারায় বকা দিয়ে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলো! আমরা পুনরায় জামাআতে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য্যজনকভাবে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল। নামায থেকে অবসর হয়ে যেমাত্র আমরা আরোহণ করলাম ট্রেন চলতে শুরু করল আর সেই ছেলেটি ঐ বেঞ্চটিতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলো। এ থেকে আমি অনুমান করলাম, তিনি কোন "মাজযুব" ওলী হবেন, যিনি আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা ট্রেনকে থামিয়ে রেখেছিলেন।

(ফয়যানে সুন্নাত, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, বয়োবৃদ্ধ ছাড়া যদি কোন অল্প বয়সি ইসলামী ভাইকে কোন যিম্মাদারী দেয়া হলে, যেমন; তাকে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে রাখা হলে, মাদরাসা বা জামেয়ার নাযিম (Organizer) বানিয়ে দেয়া হয়, শিক্ষক বা নিরীক্ষক হিসেবে রাখা হয়, যেলী হালকা, এলাকা, ডিভিশন বা কাবীনা ইত্যাদীর যিম্মাদারী দেয়া হয় তবে পরস্পর মতানৈক্য এবং ঝগড়া করানোর জন্য শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, অমুক অমুক অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ ইসলামী ভাই এর উপযুক্ত ছিলো, তাকেই তো যিম্মাদারী দেয়া যেত, এমন কি কারণে এই অল্প বয়সি ইসলামী ভাইকে এই যিম্মাদারী দেয়া হলো। মনে

রাখবেন! মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে রাখার জন্য এটি একটি শয়তানি আঘাত, শয়তান কখনো চায় না যে, আমরা মাদানী পরিবেশে থেকে নিজের আখিরাতের সঞ্চয় করি, সে চাইবে যে, ব্যস যেকোন ভাবেই গীবত, চুগলী, কুধারণা এবং মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে মাদানী পরিবেশ থেকে দূর করে গুনাহে লিপ্ত করে দিতে, আমাদের তার আঘাতকে প্রতিহত করে এই মানষিকতা তৈরী করতে হবে যে, সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমান আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট, যাকেই আমাদের যিম্মাদার বানানো হোক না কেন, আমাদের উচিৎ তার আনুগত্য করা কেননা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া বা বয়োবৃদ্ধ হওয়াই উৎকৃষ্টতার প্রমাণ নয় বরং এর পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেজগারীও খুবই জরুরী, যে ব্যক্তির মাঝে অন্যান্য উত্তম গুনাবলীর পাশাপাশি তাকওয়া, খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফাও থাকবে, সে অন্যদের মাঝে উত্তম ও উচ্চ এবং পদের অধিক উপযুক্ত হবে। **মক্কী মাদানী আক্বা, দো-আলমের দাতা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাদের আমীর বানাতেন, যারা তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অন্যের চেয়ে উত্তম হতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এপ্রসঙ্গে একটি হাদীসে মুবারাকা এবং এর ব্যাখ্যা শ্রবণ করি আর মাদানী ফুল কুড়িয়ে নিই।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাঁদের মাঝে হযরত উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আমীর বানালেন, এতে অনেকে এর নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি করলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তোমরা তার আমীর হওয়াতে ভৎসনা করো তবে তোমরা তার পিতার আমীর হওয়াতেও এর পূর্বেই ভৎসনা করতে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে আমীরের উপযুক্ত ছিলো এবং সে আমার নিকট

মানুষের মাঝে বেশি প্রিয় ছিলো এবং এও তার পর আমার নিকট মানুষের মাঝে বেশি প্রিয়।" (বুখারী, ৩/১৬১, হাদীস নং-৪৪৬৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক জীবনে অনেকবার সৈন্য বাহিনীর আমীর বানিয়েছিলেন, এমনিভাবে ওফাতের সন্নিকটেও তাঁকে এক সৈন্য বাহিনীর আমীর বানিয়েছেন, একে সারিয়ায়ে উসামা বলা হয়। যখন প্রথমবার তাঁকে আমীর বানালেন তখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আর প্রতিবারেই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে আপত্তি করতে থাকে। এই ভৎসনাকারীরা মুনাফিক এবং আরবের মন্দ লোকেরাই ছিলো, যারা হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ এবং হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি করতো যে, এরা গোলাম ছিলো এবং আরববাসীরা কখনো কোন গোলামকে কারো নেতা বানাতো না, ইসলাম এই গোলামদের উঠিয়ে নেতা বানিয়ে দিচ্ছে। (তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন:) ইসলামে গোলামী ও আযাদীর পার্থক্য ভূল, এখানে সকল মু'মিন গোলাম হোক বা আযাদ সবাই সমান, মহত্ব হচ্ছে তাকওয়া, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** এই কর্ম দ্বারা এ পার্থক্য ছিন্ন করে দিয়েছেন।" (মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৪৬৫)

মসজিদের ইমাম সংক্রান্ত মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য ৮০টিরও অধিক বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো "মসজিদের ইমাম সংক্রান্ত মজলিশ" যা মসজিদকে জনবহুল করার জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের দায়িত্ব পালনের করে থাকে আর তাদের

কল্যাণ কামনা পূর্বক উপযুক্ত হাদিয়াও নির্ধারণ করে যাতে এই ইসলামী ভাই আর্থিক কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে বেশি পরিমাণে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে পারে। মসজিদ সমূহকে জনবহুল করার ক্ষেত্রে ইমাম ও মুয়াজ্জিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সম্পৃক্ত ওলামায়ে কেরাম ফজরের জন্য জাগ্রত করতেন, একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস, ফজরের নামাযের পর তাফসীর শুনার হালকার মধ্যে অংশ গ্রহণ এবং সুন্নাত সমূহের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের কাফেলার বরকতে মসজিদ সমূহ জনবহুল থাকে। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে রাখে আল্লাহ পাকও তার সাথে মুহাব্বাত রাখে। (মুজামু আওসাত, ৪/৪০০ হাদীস ৬৩৮৩) হযরত আল্লামা আব্দুর রওফ মানাভি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেন: মসজিদের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাতে ইতেকাফ করা, নামায, আল্লাহর যিকির এবং শরয়ী মাসআলা শিখে শেখানোর জন্য বসে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন আর আল্লাহ পাক এই বান্দাকে এভাবে মুহাব্বাত করেন যে, আল্লাহ পাক তাকে আপন রহমতের ছায়ায় স্থান দান করবেন এবং তাকে তাঁর আশ্রয়ে প্রবেশ করাবেন। (ফয়যুল কাদীর, ৬/১১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আমার

তোমাদের দুনিয়ায় তিনটি জিনিস পছন্দ: (১) সুগন্ধি (২) মহিলা এবং (৩) আমার চোখের শীতলতা নামাযকে বানানো হয়েছে। (নাসায়ী ৬৪৪ পৃষ্ঠা হাদীস ৩৯৪৫) (২) ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৮৮, হাদীস নং- ৩৮২) ✵ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (সুন্নাত আওর আদব ৮৫) ✵জুমার নামাযের জন্য সুগন্ধ লাগানো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত ১/৭৭৪, চতুর্থ অংশ) ✵ নামাযে **আল্লাহ পাকের** নিকট মুনাজাত রয়েছে, তাই এর জন্য সজ্জিত হওয়া, আতর লাগানো মুস্তাহাব। (নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা)

: ঘোষণা :

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**